বাংলাদেশের জন্ম ও পতাকা তৈরীর প্রকৃত ইতিহাস

মোঃ সিরাজুল ইসলাম দুদু, বীর মুক্তিযোদ্ধা, গেজেট নং-নওগাঁ-২৮১০

ইংরেজ শাসন আমলে ১৯৪০ সালে "লাহোর প্রস্তাব" এর মাধ্যমে অখন্ড "বাংলা রাষ্ট্র" প্রতিষ্ঠার উদ্দ্যোগ নেয়া হলেও তৎসময়ের ষড়যন্ত্রকারীদের কুটবুদ্ধির কারণে তা বাস্তবায়িত হয়নি। পরবর্তীতে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির মধ্য দিয়ে যে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছিল তার এক অংশ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) এর উপর উপনিবেশিক শাসন, শোষণ ও নিপীড়নের ষ্টীম রোলার চালিয়ে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী বাঙ্গালী জাতিকে নিশচিহ্ন করার যে ঘৃন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল তারই ফলশ্রুতিতে ৫২'র ভাষা আন্দোলন। বরকত, ছালাম, রফিক ও জব্বারের আত্মাহুতি। ক্ষুব্ধ হলো সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালী। স্বাধীন বাংলার "স্বপ্নদ্রষ্টা" সিরাজুল আলম খান (যাকে বঙ্গবন্ধু "বাংলার ক্যাষ্ট্র" বলতেন) এর নির্দেশনায় একটি অসাম্প্রদায়িক স্বাধীন-সার্বভৌম গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার স্বপথ নেয়া হলো। ফলশ্রুতিতে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর কঠিন অবস্থান। উত্তপ্ত হলো সারা বাংলা। '৫৪, '৫৬ ও '৬২ তে প্রতিবাদ প্রতিরোধ এবং '৬২-সাল থেকে পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলনের চরম আকার ধারণ কালে সিরাজুল আলম খান এর নেতৃত্বে "স্বাধীন বাংলা নিউক্লিয়াস" গঠিত হয়। সাথে ছিলেন প্রয়াত কাজী আরেফ আহমেদ ও আব্দুর রাজ্জাক। ধীরে ধীরে এর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হাজারে দাঁড়ায়। "নিউক্লিয়াস" তৎকালিন পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) ৩০০শত ইউনিট গঠন করে। ১৯৬৮-তে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। সে মামলার আসামী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জনতা কারাগার থেকে ছিনিয়ে আনে। '৬৬-তে আওয়ামীলীগের পক্ষে বঙ্গবন্ধুর ৬-দফা পেশ। ১৯জানুয়ারী "জয়বাংলা" স্লোগানের মাধ্যমে সিরাজুল আলম খান জাতিকে সুসংগঠিত করেন। আন্দোলনে বিস্ফোরিত বাংলা, আর সে আন্দোলন বানচাল করার লক্ষ্যে পাকিস্তান সরকার ১৯৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী সার্জেন্ট জহুরুল হক কে নির্মমভাবে হত্যা করে। সৃষ্টি হলো মুক্তিযুদ্ধের প্রথম চেতনা। ১৯৬৯ এর ২৫ মার্চ, আয়ুব খানের নিকট হতে ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতা দখল। ১১ দফা-র মাধ্যমে ছাত্র-জনতার গণআন্দোলনের সূচনা।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর বিভিন্ন পটভুমির কারণে ১৯৬২ তে সিরাজুল আলম খান এর নেতৃত্বে যে "নিউক্লিয়াস" বা "স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ"-এর জন্ম হয়। সেই পরিষদের মধ্য হতে পরবর্তীতে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য বঙ্গবন্ধুর

আঃসংমঃ আব্দুর রব এবং কামরুল আলম খান খসরু র সাথে আলোচনাক্রমে প্রাপ্ত।

৭/১/২০১০

মহাসচিব (অর্থ ও পরিকল্পনা)
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ
কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল

(সিরাজুল ইসলাম দুদু)

পতাকাটি সেলাই করিয়ে ইকবাল হলে নিয়ে আসেন। অতপর, শিব নারায়ন দাস লাল বৃত্তের মাঝে সোনালী রংঙের বাংলাদেশের মানচিত্রটি আঁকেন। তৈরী হলো "জয়বাংলা বাহিনী" পতাকা (তখন কিন্তু এটাকে জাতীয় পতাকা হিসাবে চিন্তা করা হয়নি)।

'৭১ এর ১ মার্চ ইয়াহিয়া খান কর্তৃক জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষনা করার সাথে সাথে ঢাকায় সর্বস্তরের জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে, বিকেলে "স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ" গঠিত হয়। ঐ সভার সিদ্ধান্ত মতে — ২মার্চ সারাদেশে হরতাল পালিত হয় এবং ঐ দিনই ঢাকা ভার্সিটির কলা ভবনে "স্বাধীন বাংলা ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদ" এর প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। শেখ জাহিদ হোসেন "জয়বাংলা বাহিনী" পতাকাটি বাঁশের আগায় বেঁধে নিয়ে এলে আঃসঃমঃ আব্দুর রব সেটা হাতে নিয়ে কলা ভবনের গাড়ী বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে উত্তোলন পূর্বক নাড়াতে থাকেন, তিনিই প্রথম পতাকা উত্তোলক। পাশে ছিলেন নূর আলম সিদ্দিকী, শাজাহান সিরাজ ও আব্দুল কুদ্দুস মাখন। সাথে সাথে উৎফুল্ল ছাত্র জনতার মাঝ থেকে স্লোগান উঠলো

"স্বাধীন কর স্বাধীন কর-বাংলাদেশ স্বাধীন কর,"
"বাঁশের লাঠি তৈরী কর-বাংলাদেশ স্বাধীন কর,"
"বীর বাঙ্গালী অস্ত্র ধর-বাংলাদেশ স্বাধীন কর,"

-ইত্যাদি, ইত্যাদি। পরে ছাত্রলীগের বর্ধিত সভার সিদ্ধান্ত মতে তৎকালীন কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি স্বপন কুমার চৌধুরী "স্বাধীনতার প্রস্তাব" উত্থাপন করেন এবং তার প্রস্তাব অনুযায়ী পতাকা ও জাতীয় সংগীত সম্বলিত "স্বাধীনতার ঘোষনা পত্র" অনুমোদন করা হয়।

৩মার্চ '৭১ শাহজাহান সিরাজ কর্তৃক পল্টন ময়দানে "স্বাধীনতার ইশতেহার" পাঠ করার সাথে সাথে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা ও জাতীয় সংগীত এর রুপরেখা বিশ্লেষন করা হয়। পোড়ানো হয় পাকিস্তানী পতাকা। ৭ই মার্চ। বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা–"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম"। ২৩মার্চ, ৭১। পাকিস্তান প্রজাতন্ত্র দিবসের দিনেই স্বাধীন বাংলাদেশের "পতাকার" প্রকাশ ঘটানো হবে। সমস্যা দেখা দিল, শেখ জাহিদের কাছে থাকা পাতাকাটি কোথাও খুঁজে পাওয়া গেলনা। সে মূহুর্তে কাজী আরেফ আহমেদ জরুরী ভিত্তিতে বড় আকারের একটি সেলাই করা পতাকা আমার হাতে দিলেন এবং রাতের মধ্যেই পাতাকাটির লাল বৃত্তের মাঝে মাপমত বাংলাদেশের মানচিত্র এঁকে সোনালী রং দেয়ার নির্দেশ দিলেন। সে সময় আমি এবং

হাসানুল হক ইনু
সংসদ-সদস্য
সভাপতি
... ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়
সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি

মনোয়ারুল হক খান লাভলু
মহাসচিব (অর্থ ও পরিকল্পনা)
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ
কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল

অভিপ্রায় অনুযায়ী ১৯৬৪ সালে সিরাজুল আলম খান, আব্দুর রাজ্জাক ও কাজী আরেফ আহমেদ এর নেতৃত্বে বি.এল.এফ (বেঙ্গল লিবারেশন ফ্রন্ট) গঠিত হয়। '৭০ সালে "নিউক্লিয়াস" এর নেতৃত্বাধীন ছাত্রলীগ কর্তৃক প্রথম বাংলার স্বাধীনতার দাবী উত্থাপিত হয়। পরবর্তীতে '৭১ এর জানুয়ারীতে বঙ্গবন্ধু স্বয়ং সিরাজুল আলম খান, প্রয়াত শেখ ফজলুল হক মনি, আব্দুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমেদ কে প্রধান করে "বেঙ্গল লিবারেশন ফ্রন্ট" কে "বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স" এ পরিণত করেন। '৭০ এর ফেব্রুয়ারীতে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে চিত্তরঞ্জন সুতার ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে স্বাধীনতার পক্ষে বাংলাদেশকে সাহায্য-সহযোগিতা করার ব্যাপারটি চূড়ান্ত করার লগ্নে বি.এল.এফ সদস্যবৃন্দকে "গেরিলা প্রশিক্ষণ" প্রদানের বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

'৭০ সালে "নিউক্লিয়াস" এর নির্দেশে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তের মাধ্যমে স্থির হলো, "জয়বাংলা বাহিনী" গঠন (যার কমান্ডার ছিলেন আঃসঃমঃ আব্দুর রব এবং ডেপুটি কমান্ডার কামরুল আলম খান খসরু, বিশিষ্ট চিত্র নায়ক) ও কুচকাওয়াজের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে অভিবাদন প্রদানের সাথে বঙ্গবন্ধুর হাতে 'বাহিনী পতাকা' তুলে দেবেন আঃসঃমঃ আব্দুর রব। প্রশ্ন ছিল কেমন হবে এই বাহিনী পতাকা? এই নিয়ে বেশ কয়েক দফা মিটিং হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হলের (বর্তমান সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) ১১৬ নং কক্ষে। সিরাজুল আলম খান, প্রয়াত কাজী আরেফ আহমেদ, মার্শাল মনি, আঃসঃমঃ আব্দুর রব এবং শাহজাহান সিরাজ এর প্রস্তাব অনুযায়ী সিদ্ধান্ত হলো, সবুজ বাংলার স্মৃতি স্বরূপ পতাকার জমিন হবে গাঢ় সবুজ, তার মাঝে সংগ্রামী চেতনার চিহ্ন বৃত্তকার লাল সূর্যের মধ্যে সোনালী রংঙের বাংলাদেশের মানচিত্র দেখাতে হবে। বিষয়টির উপর চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরই শিব নারায়ন দাস পতাকাটির স্কেচ করেন এবং হাসানুল হক ইনু ও সালাহউদ্দিন আহমেদ শেরে বাংলা হল (উত্তর) এর ৪০১ নং কক্ষে বসে বাংলাদেশের মানচিত্রটি ট্রেসিং পেপারে অংকন করে শিব নারায়ন দাসকে দিলেন। সেদিনই আনুমানিক রাত দু'টার সময় ডিজাইন মোতাবেক পতাকাটি সেলাই করিয়ে আনার দায়িত্ব দেয়া হল কামরুল অলম খান খসরুকে। সে সময় পাক-সরকার তাকে ১৪ বছরের কারাদন্ড দিয়ে হুলিয়া জারী করেছিল। হুলিয়া মাথায় নিয়ে তিনি ঐ রাতেই টহলদার আর্মি ভ্যান এড়িয়ে নিউমার্কেট এলাকাতে গেলেন। সেখান থেকে খালেক দর্জিকে ধমক ও অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে ঘুম হতে তুলে বলাকা সিনেমাহল ভবনের তিন তলায় ছাত্রলীগ অফিসের পাশে তারই দোকান "পাক-ফ্যাশন টেইলার্স" হতে তাৎক্ষণিক

হাসানুল হক ইনু
সংসদ-সদস্য
সভাপতি
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি

আলহাজ্ব মনোয়ারুল হক খান লাভলু
মহাসচিব (অর্থ ও পরিকল্পনা)
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ
কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল

পেয়ারু ঢাকা ভার্সিটির ক্যাম্পাসে অস্ত্র প্রশিক্ষণ প্রদানের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলাম। অস্ত্র প্রশিক্ষণ প্রদানের সাথে ইকবাল হলের ১১৫ নং কক্ষে রাতভর শত শত পোষ্টার লিখেছি। ঐ কক্ষে বসেই আমি (সিরাজুল ইসলাম দুদু) ২২ মার্চ রাতে সবুজ পতাকাটির লাল বৃত্তের মাঝে মাপমত বাংলাদেশের মানচিত্র এঁকে তাতে সোনালী রং দিলাম। আমার হাতে অংকিত সেই পতাকাটিই ২৩ মার্চ '৭১ স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা হিসাবে স্বীকৃতি প্রাপ্ত হয় এবং ঐ দিন সকাল ৮.০০ ঘটিকায় ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে ষ্টেডিয়াম এর পাশে অভিবাদন মঞ্চ বানিয়ে পতাকাটি উত্তোলন করা হয় এবং সেই সাথে জাতীয় সংগীত হিসাবে "আমার সোনার বাংলা -------------ভালবাসি" রেকর্ডটি বাজানো হয়। সাথে সাথে, জয় বাংলা বাহিনী কর্তৃক "ডামি ও তাজা রাইফেল" দিয়ে আর্মি কায়দায় ছালাম প্রদান করা হয়। এই প্রথম বাংলার মাটিতে আনুষ্ঠানিকভাবে আমার হাতে অংকিত স্বাধীন বাংলাদেশের "পতাকাটি" উত্তোলিত হলো।

স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলনের দায়িত্ব ছিল হাসানুল হক ইনুর উপর। তিনি পিস্তলের ফায়ার করে পতাকা উত্তোলন করতে থাকেন, আর কামরুল আলম খান খসরু ৭.৬২ রাইফেল দিয়ে ১টি ফাঁকা ফায়ার করে অভিবাদন জানান। অভিবাদন গ্রহণ করেন ৪ ছাত্র নেতা নূরে আলম সিদ্দিকী, শাহজাহান সিরাজ, আঃসঃমঃ আব্দুর রব ও আব্দুল কুদ্দুস মাখন। পরে রাইফেল হাতে পাকিস্তানী সাজোয়া বাহিনীর সম্মুখ দিয়ে মার্চ করে ৩২ নং বাড়ীতে বঙ্গবন্ধুকে স্বশস্ত্র কায়দায় ছালাম জানানো হয়। তখন আমার কমান্ড ছিল- "স্বাধীন বাংলার জাতির পিতা লও ছালাম"। সেই সাথে "স্বাধীন বাংলা ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদ" এর পক্ষে আসম আব্দুর রব বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের উপর স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়িয়ে দেন।

সুতরাং পূর্ব পাকিস্তানকে "স্বাধীন বাংলাদেশ" সৃষ্টির লক্ষ্যে সবুজের মাঝে লাল বৃত্তের উপর সোনালী রংঙের বাংলার মানচিত্র অংকিত পতাকা, যা যুদ্ধকালীন সময়ে দেশ ও বিদেশে পরিচিতির বিষয় ছিল, স্বাধীনতার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধুমাত্র বাংলাদেশের মানচিত্রটি বাদ দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করেন।

এটাই হলো বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের পতাকা তৈরীর প্রকৃত ইতিহাস।

৭/১২/২০১৯

হাসানুল হক ইনু
সংসদ-সদস্য
সভাপতি

৭/১২/২০২০

মহাসচিব (অর্থ ও পরিকল্পনা)
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ
কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল

আঃসঃমঃ আব্দুর রব এবং
কামরুল আলম খান খসরু র
সাথে
আলোচনান্তে রচিত।

০৭/১২/২০২০
(সিরাজুল ইসলাম দুদু)

কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানের উদ্বোধনীতে মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছেন, স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের চার নেতা- নূরে আলম সিদ্দিকী, শাজাহান সিরাজ, আ স ম আবদুর রব ও আবদুল কুদ্দুস মাখন। ছাত্রলীগ নেতা হাসানুল হক ইনু স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করছেন এবং 'জয় বাংলা বাহিনী'র ডেপুটি কমান্ডার কামরুল আলম খান খসরু 'গান ফায়ার' করে স্বাধীনতার 'এক দফাকে' সামনে এনে কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করছেন।

ঐ পাতাকাটির লাল বৃত্তের মাঝে মাপমত বাংলাদেশের মানচিত্র এঁকে সোনালী রং দিলেন সিরাজুল ইসলাম দুদু।